স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

স্কুল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 20th Nov. 1963 { ২৫শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের রীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

সুনামে অনন্যা ও বিপুলতা আধার।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে

জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেণ্টস্‌-ফেভারিট-এ** আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, অগ্রিম দেয় নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

"যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না!"

—•—

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্র। গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া খালি পায়ে চলা দুঃসাধ্য। গঙ্গার বালি প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে এত উত্তপ্ত হইয়াছে যে, মনে হয় এই গরম বালিতে ধান দিলে খৈ হ'য়ে যায়। এক কৌপীনধারী সন্ন্যাসী নগ্নপদে আবরণহীন মস্তকে সেই চড়ার উপর দিয়া চলিয়াছে। সন্ন্যাসীর মনে মনে হইতেছে যে একটি ঘোড়া পাইলে সে তাহার উপর চড়িয়া বেশ আরামে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিত। সন্ন্যাসী ভগবান রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে উর্দ্ধমুখে বলিতে সুরু করিল—"একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম! একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম!" কোথায় রাম—কোথায় সন্ন্যাসী—কোথায় ঘোড়া? কে কার কথা শোনে! কিছুদূর যাইতে যাইতে সে দেখিল দুইজন যুদ্ধের পল্টন তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা সন্ন্যাসীকে ধরিয়া নিকটস্থ গ্রামের ময়দানে, যেখানে তারা ছাউনীর জন্য তাম্বু করিয়াছিল, সেইখানে লইয়া চলিল। তাহাকে তাহাদের কাপ্তেনের কাছে উপস্থিত করিল। কাপ্তেন এই অর্দ্ধ উলঙ্গ লোকটিকে পাইয়া সৈন্যদের হুকুম দিলেন—ইস্কো কান্ধাপর ঘোড়াকা বাচ্চা কো চাপাও, ঠিকানা মে যাকে দোঠো রূপেয়া দিয়া যায়েগা।"

সেইদিন পল্টনের একটি ঘোটকী একটি বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। এই দিনই তাহাদের নূতন স্থানে ছাউনি করিবার আদেশ হইয়াছে। কাজেই সদ্য প্রসূত বাচ্চাটিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি মুটের দরকার। সন্ন্যাসীও একটু আগে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে কাতরভাবে একটা ঘোড়া প্রার্থনা করিতেছিল। প্রভু একই ঘটনার সৃষ্টি করিয়া উভয় পক্ষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রার্থনা করিয়াছে—"একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম" তাহাকেও ঘোড়া দিলেন, পল্টনের ঘোটকীর বাচ্চাকেও স্থানান্তরের বাহক মিলাইয়া দিলেন। যখন ঘোড়ার বাচ্চাকে সৈন্যেরা সন্ন্যাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিল, তখন সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিতে সুরু করিল—ঘোড়া মিলা দিয়া রাম! বা কি উল্টা বুঝলি রাম! হাম ঘোড়ে পর সওয়ার হো জায়েঙ্গে রামজী ঘোড়েকো মেরা পর সওয়ার বানা দিয়া! উল্টা বুঝলি রাম!

দুই শত বৎসর ইংরাজের অধীনতা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া কাতর কণ্ঠে গাহিতাম—

স্বদেশ স্বদেশ বলিস্ কারে
এ দেশ তোদের নয়।
এই যে ক্ষেত শস্যে ভরা,
তোদের নয় এর একটি ছড়া,
চাষের মালিক তোরা কেবল
গ্রাসের মালিক নয়।

ইত্যাদি ইত্যাদি................

কাতর কণ্ঠের গান শুনিয়া স্বাধীনতার স্থলে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" পাইলাম। স্বাধীন গণতন্ত্র পাইলাম। চালের সঙ্গে কাঁকড় খাইলাম। দেশ আক্রমণ করিল হানাদারগণ। আমাদের সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে দেশ পার করিয়া দেয় এমন সময় সাদা নিশান তুলিয়া হানাদারদের না তাড়াইয়া রাষ্ট্রসংঘে মামলা করিতে গেলাম। যারা মামলার বিচার করিবে তারা হানাদারের স্থলাভিষিক্ত পাকিস্থানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আজ মামলাবাজ আমরা। খাদ্যহীন আমরা। বস্ত্রহীন আমরা! অর্থ নাই অন্যের দ্বারে ঋণ করিয়া পরিকল্পনা পূরণ করিতে কৃতসংকল্প।

আমরা কি চেয়েছিলাম? কি পেলাম? স্বাধীনতার কৃপায় তেরতলা বাড়ী দেখিলাম। পথে পথে বাস্তহারা পড়িয়া আছে। গ্রামে গ্রামে সিনেমা। মফঃস্বলে বিজলী আলো। বিজলীতে রেলগাড়ী চলছে। চাই অন্ন বস্ত্র তা পাই না। কাজেই ভুল ক'রে চাওয়া হয়েছে।

শিশু দিবস

গত ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার শিশু দিবস পালন উপলক্ষে বেলড়িয়া সবুজসংঘ ও সেখদীঘি সুহৃদ সম্মিলনীর সভ্যগণের উদ্যোগে সেখদীঘি জুনিয়র হাই স্কুলের খেলার মাঠে নিকটবর্ত্তী ১২টা প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ও এক মহতী সভা বিশেষ জাঁকজমক ও উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৭টা বিষয়ের প্রতিযোগিতায় সেখদীঘি জুনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বেশী পুরস্কার পাইয়া ১ম স্থান ও বেলড়িয়া জুনিয়র বেসিক স্কুল ২য় স্থান ও বন্যেশ্বর জুনিয়র বেসিক স্কুল ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সভার শেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় ও ছেলেমেয়েদের মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

—সংবাদদাতা

ধান পাচারের অপরাধে দণ্ড

বিগত ১৭ই অক্টোবর তারিখে সমসেরগঞ্জ থানার চাঁদপুর খাল (পাকিস্তান বর্ডার) হইতে ধুলিয়ানের এনফোর্সমেণ্ট অফিসার শ্রীসন্তোষকুমার বসু মহাশয় দুই নৌকা ধান ধরিয়া শঙ্করগাতি গ্রামের আবদুল রহমানকে (৫২ মন ধান) ও সীতারামপুর গ্রামের নাজিবুল্লা সেখকে (৫০ মণ ধান) ফৌজদারী সোপরদ্দ করেন। চোরা চালান দিবার অপরাধে ভারতীয় নিরাপত্তা-বিধি অনুযায়ী জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর বিচারক শ্রীরাধিকারঞ্জন সমাদ্দার চৌধুরী আবদুল রহমানকে ১৫০৲ টাকা ও নাজিবুল্লাকে ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন অনাদায়ে প্রত্যেককে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অসদাচরণে দণ্ড

বিগত ১৯৬২ সালের ২২শে আগষ্ট সাগরদীঘি থানার পলন্দা গ্রামের ধাঙ্গী মুরমু নাম্নীয়া ৪০ বৎসর বয়স্কা এক সাঁওতাল রমণীর প্রতি অশালীন ব্যবহার করার অভিযোগে পোড়াডাঙ্গা গ্রামের সেলিম সেখের পুত্র নুরমহম্মদ সেখ ওরফে নুরু ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারামতে দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ভারত নিরাপত্তা বিধির ১১ ধারা মতে দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—উক্ত তারিখে ধাঙ্গী মুরমু এক পুকুরে কাপড় কাচিতেছিল সে সময়ে নুরমহম্মদ সেখ তাহাকে টাকা দেখাইয়া তাহার সঙ্গে নির্জ্জন স্থানে যাইতে বলে। সে রাজী না হওয়ায় নুরমহম্মদ বলে দুইদিন পরে এই অঞ্চল পাকিস্থান হইয়া যাইবে তখন তাহাদের বে-ইজ্জত করিবে। ধাঙ্গী বাড়ী আসিয়া সকলকে এই ঘটনা বিবৃত করায় থানায় খবর দেওয়া হয় এবং সাগরদীঘি থানার তৎকালীন দারোগা শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামীর শাস্তি হইয়াছে।

সরকার পক্ষে স্থানীয় কোর্ট সবইন্সপেক্টর শ্রীসুধন্বাপ্রসাদ হালদার ও আসামী পক্ষে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস মোক্তার মামলা পরিচালনা করেন।

নৃশংস হত্যা

গত ১১ই নভেম্বর সোমবার ভোর রাত্রে লালবাগ শহরের অপর পারে ডাহাপাড়া জগদ্বন্ধু আশ্রমের বালকবন্ধু ব্রহ্মচারী নামীয় একজন মোহান্ত গ্রামের পার্শ্বে নিহত হন। উনি যথারীতি সেই দিনও ভোর রাত্রে জগদ্বন্ধুর নাম কীর্ত্তন করতে বাহির হইলে কোন অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুকালীন আর্ত্ত চিৎকারে নিকটস্থ লোকজন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখেন এবং থানায় খবর পাঠান। তাঁহার শরীরে অস্ত্রের কোন আঘাত চিহ্ন ছিল না। মৃত দেহ ময়না তদন্তে জানা যায় যে গলা টিপিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ভোলা ভৌমিক নামে ঐ এলাকার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। —'জনমত'

চালবাজী

(মন যে আমার কেমন কেমন করে অনুসরণে)

॥ সু—মো—দে ॥

ভাত অভাবে পেটটা আমার
কেমন কেমন করে,
পাঁচটি সিকা চালের কে-জি
শুকিয়ে মরি চালের দরে ?
জাত-বাঙালী ভাতের নাড়ী
মেছো-বাঙালীর ঠন্‌ঠন হাঁড়ি,
রোগা পেটে সয়না যে গম
'বেসামালে' যাচ্ছি মরে ?
মাছ-ভাতাভাবে জীবন সারা
দীন বাঙালী পাগলপারা,
এই সঙ্কটের নেই কিরে শেষ ?
ভুগবো চিরতরে ?
ভাত অভাবে পেটটা আমার
কেমন কেমন করে।

পল্লী পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন ও শিশু দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ই নভেম্বর দক্ষিণগ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি, পল্লী পাঠাগারের "দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব" ও "শিশু দিবস" উদ্‌যাপন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টা হইতে বিভিন্ন কর্ম্মসূচী সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তির পর বেলা ৩টায় স্থানীয় এম-এল-এ, শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস মহাশয় পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ও তৎপরে জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মুন্সেফ শ্রীকালিদাস ব্যানার্জি মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক সাধারণ সভায় প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঝড়ুলাল দাস মহাশয়দ্বয় আরও অনেকে শিশু দিবস ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তার মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভা শেষে সম্পাদক মহাশয় সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন ও শিশুদের মধ্যে বিস্কুট মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। পরে রাত্রি ৭॥০টায় পাঠাগারের সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রচুর জনসমাগমের মধ্যে কবিগুরুর "বিসর্জ্জন" নাটক মঞ্চস্থ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহিলা সমিতির সভ্যাগণের নৃত্যগীত বিশেষ প্রশংসার্হ। —সংবাদদাতা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

২৩ মনি ডিঃ মদনমোহন সরকার নাবালক পক্ষে অলিভ্রাতা ও স্বয়ং নিরঞ্জনকুমার সরকার দেং ধীরেন্দ্রনাথ রায় মৃতান্তে ওয়ারীশ শৈলবালা রায় দাবি ৫৮৮ টাকা ৮৯ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৬১ শতকের কাত ১৷৴৬ পাই আঃ ১৫০৲ খং ১৭৩২ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে লালপুর ১৩৪ শতকের কাত ৩৲ আঃ ৬০০৲ খং ২২১৩

৫৬ মনি ডিঃ তারাপদ রায় দেং অরবিন্দ রায় দিং দাবি ৮৯ টাকা ২৪ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরি ৮২ শতকের কাত ২॥০ আঃ ২৫০৲ খং ৬৭৯ রায়ত স্থিতিবান

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

২ মনি ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেং মোজাম্মেল হোসেন মিঞা দাবি ১০১ টাকা ৪৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাইকর ১-৭৯ শতকের কাত ৭৵০ আঃ ৩৮০৲ খং ৭৯ রায়ত স্থিতিবান

৪১ মনি ডিঃ কালী মণ্ডল দেং নকুলচন্দ্র মণ্ডল দাবি ১২৮ টাকা ৫৯ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে উমরাপুর ৬৬ শতক মধ্যে ৩৩ শতক ৪৩৶৪ জমার অন্তর্গত আঃ ২৫০৲ খং ১০৬১ রায়ত স্থিতিবান

৪২ মনি ডিঃ ঐ দেং সেতুচন্দ্র মণ্ডল দাবি ১৯৬ টাকা ৬৭ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৭০ শতক মধ্যে ৩৭ শতক ৪৩৶৪ জমার অন্তর্গত আঃ ২৫০৲ খং ১০৬১ ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

২৬ স্বত্ব ডিঃ অনুকুলচন্দ্র ঘোষ দিং দেং হরেন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৯৬ টাকা ৫৪ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কাশীনগর ৬৭ শতকের কাত ২।০ আঃ ৫০৲ খং ১৮৩ রায়ত স্থিতিবান

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

১০ স্বত্ব ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ সাহা দেং এসরাইল বিশ্বাস দিং দাবি ৪০৩ টাকা ৬১ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে জয়কৃষ্ণপুর ১১৬ শতকের কাত ৪৲৯ আঃ ২০০৲ খং ১৬০

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

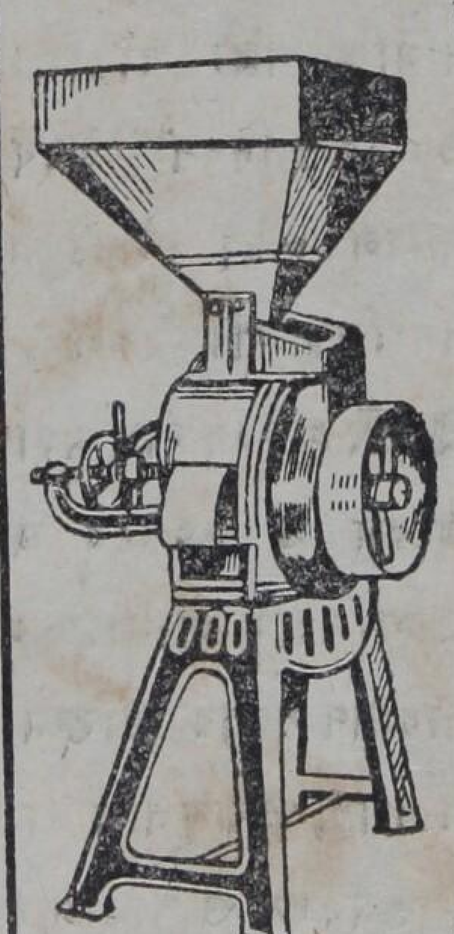

★আই, সি, আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

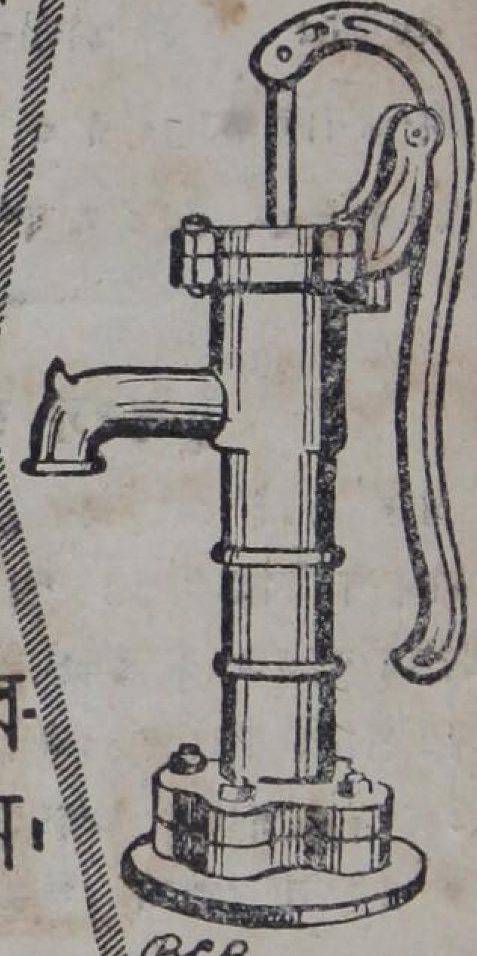

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়্যার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।